A Synopsis of Homoeopathic Philosophy

হোমিওপ্যাথিক দর্শনের রূপরেখা

মূল রচনা

রবার্ট গিবসন মিলার

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

সাঈদ আহমদ

বিষয় সূচি (*Table of Contents*)

		বাংলা	English
•	লেখক পরিচিতি	৭	-
•	অনুবাদক পরিচিতি	৮	-
•	অভিমত : ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী	১০	-
•	অভিমত : ডা. মোহা. আশরাফুল হক	১১	-
•	অনুবাদকের কথা	১২	-
•	মুখবন্ধ : ডা. রবিন বর্মন	১৪	-
•	লেখকের ভূমিকা (Introduction)	২১	93
১.	রোগের প্রকারভেদ (Classification of Diseases)	২৫	94
২.	তরুণ রোগ (Acute Diseases)	২৬	95
৩.	চির রোগ (Chronic Diseases)	২৯	98
৪.	লক্ষণ সমষ্টি (The Totality of Symptoms)	৩৩	101
৫.	ঔষধ নির্বাচন (The Selection of Remedies)	৩৭	105
৬.	প্যাথলজি বা রোগবিদ্যা (Pathology)	৪১	109
৭.	কনকমিট্যান্ট লক্ষণ (Concomitant Symptoms)	৪৪	112
৮.	ঔষধের ক্রিয়াফল (Effects produced by the Remedy)	৪৬	113
৯.	হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি (The Homoeopathic Aggravation)	৫০	117

		বাংলা	English
১০.	ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ (The Repetition of the Remedy)	৫২	118
১১.	দ্বিতীয় ঔষধ (The Second Remedy)	৫৫	121
১২.	ঔষধের শক্তি (Potency)	৫৭	123
১৩.	আরোগ্যের গতি (Direction of Symptoms during Cure)	৫৯	125
১৪.	প্রতিকূল ঔষধ (Inimical Remedies)	৬১	126
১৫.	অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ (Management of Abnormal Cravings)	৬২	127
১৬.	কতিপয় ঔষধ ব্যবহারে সতর্কতা (Cautions to be Observed in the use of Certain Remedies)	৬৩	128
১৭.	ব্যক্তির স্বভাব বৈশিষ্ট্য (Idiosyncrasy)	৬৭	131
১৮.	ঔষধ পরীক্ষা (Provings)	৬৯	132
১৯.	সোরা (Psora)	৭১	133
২০.	সিফিলিস (Syphilis)	৭৪	136
২১.	সাইকোসিস (Sycosis)	৭৯	140
■	পরিশিষ্ট: Repetition of Dose in light of Organon § 246	৮৫	--

অধ্যায় •০১

রোগের[১] প্রকারভেদ

(Classification of Diseases)

নন-সার্জিক্যাল রোগসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

(ক) **তরুণ রোগ**[২] (Acute disease);

(খ) **চির রোগ**[৩] (Chronic disease);

(গ) **অন্যান্য রোগ**– যা ঔষধ, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি হয়।

---

[১] **রোগ (Disease):** কোনো ব্যক্তির জীবনী শক্তির বিশৃঙ্খলা হেতু স্বাস্থ্যের পরিবর্তিত অবস্থাই (altered state of the health) হচ্ছে রোগ– যা অনুধাবনযোগ্য বিভিন্ন লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

[২] **তরুণ রোগ (acute disease):** যেসব রোগ জীবনী শক্তির দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে এবং যাদের ভোগকাল কম হয়, সেই সব রোগকে তরুণ বা অচির রোগ বলে।

[৩] **চির রোগ (chronic disease):** যেসব রোগ মানবদেহে অতি সংগোপনে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটে, রোগের লক্ষণগুলি অস্পষ্ট থাকে এবং এন্টি মায়াজমেটিক ঔষধ ছাড়া রোগীর আরোগ্য হয় না, সেই সব রোগকে চির রোগ বলে।

অধ্যায় •০২

তরুণ রোগ

(Acute Diseases)

১. তরুণ রোগ (acute disease) নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (self limited) থাকে। এ ধরনের রোগে কোনো চিকিৎসা গ্রহণ করা না হলেও তা এমনিতেই সেরে যায়, কিংবা রোগীর মৃত্যুর মাধ্যমে রোগের সমাপ্তি ঘটে। এজন্যই তরুণ রোগের কোনো অনুফল [পূর্ববর্তী রোগ থেকে সৃষ্ট অস্বাভাবিক অবস্থা] থাকে না। তথাকথিত অনুফল বা জের মূলত ক্রনিক মায়াজম এর বহিঃপ্রকাশ– যা তরুণ রোগের দ্বারা সুপ্ত অবস্থা থেকে সক্রিয় হয়ে উঠে মাত্র।

২. তরুণ রোগসমূহ যে পর্যায়েই থাকুক না কেন **সদৃশ ঔষধ (similar[1] remedy) প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করা যায়।**

৩. সংক্রামক তরুণ রোগে সদৃশতম ঔষধ (similimum[2]) প্রয়োগের সাথে সাথেই সকল সংক্রমণ বন্ধ হয়ে যায়।

---

1 **Similar:** Similar is the closest medicine which covers many of the totality of the symptoms. It simply means having closeness in nature without being identical.

2 **Similimum:** Similimum is the most similar remedy in the given case, which covers all the totality of the symptoms. It simply means having similarity in all the aspects.

৪. তরুণ রোগের সবচেয়ে কার্যকরী প্রতিষেধকই (prophylactic) হচ্ছে মহামারী[৩] রোগের ঔষধ (epidemic remedy)।

৫. গভীর ক্রিয়াশীল (deep-acting) ঔষধের দ্বারা চির রোগের চিকিৎসাকালীন সামান্য বা ছোটোখাটো কোনো তরুণ রোগ দেখা দিলে, উক্ত তরুণ রোগে নির্দেশিত স্বল্প ক্রিয়াশীল ঔষধ নিম্ন শক্তিতে ব্যবহার করতে হয়। এভাবে চিকিৎসা করা হলে একদিকে তরুণ রোগটি আরোগ্য হয়, অন্যদিকে স্বল্প ক্রিয়াশীল ঔষধটি দ্বারা পূর্ববর্তী গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধের ক্রিয়াতেও কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না– অর্থাৎ ঔষধের ক্রিয়া অব্যহত থাকে। (অবশ্য তরুণ রোগটি মারাত্মক প্রকৃতির হলে এ সাধারণ নিয়মটি প্রযোজ্য হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে নির্দেশিত ঔষধ উপযুক্ত উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করা উচিত। –কেন্ট।

৬. চির রোগের চিকিৎসাকালীন উদ্ভূত তরুণ রোগের আরোগ্যের পর নিম্নোক্ত বিষয় দুটি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত–

(ক) চির রোগের জন্য ঔষধ পুনঃপ্রয়োগের আগে চিকিৎসককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, তরুণ রোগটির চিকিৎসার ফলে কিংবা স্বয়ং তরুণ রোগ দ্বারা চির রোগটির কোনো পরিবর্তন সাধন হয়নি।

(খ) রোগের বর্তমান অবস্থা পূর্বে নির্বাচিত ঔষধের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো ঔষধ নির্দেশ করছে না।

৭. যখন কোনো তরুণ রোগ (acute disease) এলোপ্যাথিক বা অনুপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা পরিবর্তিত (modified) হয়ে যায়,

[৩] **মহামারী (epidemic):** মহামারী হচ্ছে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কোনো নির্দিষ্ট জনসংখ্যার বড় অংশের মধ্যে কোনো রোগের দ্রুত বিস্তার হওয়া।

সেক্ষেত্রে মূল বা পুরাতন লক্ষণ বিবেচনা না করে রোগের বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে ঔষধ নির্বাচন করা উচিত।

৮. সক্রিয় চির রোগের তরুণ উচ্ছ্বাসের (acute exacerbations) চিকিৎসা পদ্ধতি পূর্বোক্ত মধ্যবর্তী তরুণ রোগ (acute supervening disease)-এর চিকিৎসার চেয়ে ভিন্নতর হবে। এক্ষেত্রে যে কোনো ঔষধ নির্দেশিত হতে পারে। তবে প্রায়ই চির রোগের জন্য প্রয়োজনীয় গভীর ক্রিয়াশীল (deep-acting) ঔষধের কোনো তরুণ পরিপূরক (acute complement) যথোপযুক্ত বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য যে, লক্ষণ সাদৃশ্যে যদি কোনো এন্টিসোরিক ঔষধ নির্দেশিত হয়, তাহলে কোনো ঔষধ না দেয়াই উত্তম।

৯. অনেক সময় দেখা যায়, চির রোগ দেহে আংশিকভাবে সক্রিয় থাকে। এক্ষেত্রে রোগী বাহ্যত সুস্থ থাকলেও সামান্য কারণে পুনঃপুনঃ তরুণ রোগাক্রমণে কষ্ট পায়। এমতাবস্থায়, তরুণ রোগলক্ষণসমূহ দ্বারা যে ঔষধ নির্দেশিত হয়, তার পরিপূরক কোনো গভীর-ক্রিয়াশীল ঔষধ দ্বারা চির রোগটির আরোগ্য করা সম্ভব হয়।

অধ্যায় •০৩

চির রোগ

(Chronic Diseases[1])

১. চির রোগ (Chronic disease)-এর কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা–

(ক) রোগ-লক্ষণ বাইরে থেকে ভিতরের দিকে (from without inwards) প্রকাশ পায়।

(খ) নিচ থেকে উপরের দিকে (from below upwards) [অথবা, কম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে] বিকশিত হয়।

---

[1] Hahnemann describes the following characteristics of chronic diseases:

1. They are caused by a chronic miasm
2. They usually have small, imperceptible beginnings.
3. They gradually derange (weaken the vitality) and deviate (cause pathological changes) the living organism.
4. Our vital force and immune response are unable to resist them, and there is no normal recovery.
5. They continue to increase gradually.
6. They end with the death of the patient.

(Manish Bhatia, *Lectures on Organon of Medicine* (V-2), pp.9-10.)

(গ) রোগলক্ষণসমূহ বিকশিত হওয়ার সময় যে ক্রম অনুসরণ করে প্রকাশ পায় তার **বিপরীত ক্রম** (in the reverse order) **অনুসরণ করে দূরীভূত হয়।**

২. এ পর্যন্ত তিনটি চির রোগ সম্পর্কে জানা গেছে। এগুলি হচ্ছে– সোরা (Psora[2]), সিফিলিস (Syphilis[3]), এবং সাইকোসিস (Sycosis[4])। রোগগুলি দেহে সক্রিয় কিংবা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এগুলি মানবদেহে তিনভাবে অবস্থান করতে পারে। যথা–

(ক) একক মায়াজম[৫] হিসেবে;

---

2 **Psoric Miasm:** In Psora, the typical symptom complex has reference to the *skin,* the basic epidermal cell. Psora spends its action very largely upon the nervous system and the nerve centres, *producing 'functional disturbance'*. –Degroote

3 **Syphilitic Miasm:** In **Syphilis,** symptoms have almost exclusively reference to the nerve cell. Its action is on the cerebral membranes of the brain and affects the eyes, larynx, throat, bones, and periosteum, ***causing ulceration and destruction.*** –Degroote

4 **Sycotic Miasm: In Sycosis,** there are more acute symptoms which have reference to the mucous membranes and nerve cells. Sycosis attacks the internal organs, especially the pelvic and sexual organs and ***causes various inflammation*** *and* ***overgrowth of tissues.*** –Degroote

৫ **মায়াজম (Miasm):** ইংরেজি **Miasm** শব্দটি জার্মান ভাষা এসেছে যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "উপবিষ"। ইহা প্রাকৃতিক রোগ সৃষ্টিকারী এক অশুভ শক্তি। যে সকল অদৃশ্য কারণ হতে রোগ সৃষ্টি হয় তাকেই মায়াজম বলে। ডা. হ্যানিম্যানের মতে মায়াজম হলো যাবতীয় রোগের কারণ।